স্টেকহোলডারদের নীতিমালার সারসংক্ষেপ ২
সুশাসন ঃ টেকসই সংগঠন এবং জনঅংশগ্রহণ

পটভূমিঃ

স্টেকহোলডারদের নীতিমালার এই সারসংক্ষেপটিতে তিনটি প্রকল্প এলাকায়[১] মাচ্ এর সাথে জড়িত সুবিধাভোগী প্রতিনিধিদের সুশাসন: টেকসই সংগঠন এবং জনঅংশগ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। মাচ্ প্রকল্প এবং আমেরিকান সাহায্য সংস্থার আর একটি পরিবেশ প্রকল্প নি:সর্গ সাপোর্ট প্রকল্প যৌথভাবে মে ২০০৬ সালে শ্রীমঙ্গলে একটি সহব্যবস্থাপনা সপ্তাহের আয়োজন করে যেখানে কর্মশালার মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকের উপর জড়িত ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। জড়িতব্যক্তিদের এই নীতিগত সারসংক্ষেপটিতে এবং সহব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, সমস্যা এবং ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপর এই সিরিজের আরও ৫টি সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র মাচ্ প্রকরেল্প কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের মতামতের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা সরকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, আরএমও[২], এবং এফআরইউজি[৩] প্রতিনিধিরা। জড়িত ব্যক্তিদের মতামতের সংক্ষিপ্তরূপ এই সারসংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে ভবিষ্যতে এটি অনুশীলন করা, পরিকল্পনা করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নীতিনির্ধারণী, কর্মসূচী এবং প্রকল্প পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি তাদেরই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যারা সত্যিকারভাবে সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনার মধ্যে বসবাস করছে, তা বাস্তবায়ন করছে এবং নতুন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

সুশাসনঃ টেকসই সংগঠন ও জনঅংশগ্রহণ

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

১. সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা আরএমওগুলির সদস্য নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের চেষ্টা করা উচিত।

২. আরএমও প্রতিনিধিদের উচিত সমাজের বিভিন্ন সুবিধাভোগী, যেমন সম্পদ ব্যবহারকারী, জেলে, কৃষক এবং নারী দের, মূল পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে- যেমন সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সম্পদ মানচিত্র, বার্ষিক দিনপুঞ্জিকা, মাছ ধরার চুক্তি ও বাজেট তৈরীতে জড়িত করা।

৩. আরএমও-গুলির উচিত সমাজের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিয়ম সম্পর্কে প্রতিনিয়ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক বছরগুলোতেই তা থামিয়ে না রাখা।

৪. সদস্যদের মধ্যে দ্বন্ধ নিরসনের জন্য নেতাদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৫. নির্বাহী কমিটির কাজের দক্ষ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করতে হবে। নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সভায় তাদের কাজের অগ্রগতির হালনাগাদ প্রতিবেদন নিয়মিত উপস্থাপন করতে হবে।

৬. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সভায় সংগঠনের আয়-ব্যয়ের লিখিত প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। সংকটপূর্ণ সাংগঠনিক বিষয়গুলির উপর সাধারণ সদস্যদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকতে হবে।

১. শ্রীমঙ্গলে হাইল হাওড়, তুরাগ বংশী নদী ও কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা, শেরপুরে কংশ-মালিঝি অববাহিকা।
২. রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ওর্গানাইজেশন বা সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠন।
৩. ফেডারেশন অব রিসোর্স ইউজারস গ্রুপ বা সম্পদ ব্যবহারকারী সংস্থার ফেডারেশন।

৭. একটি স্পষ্ট সংবিধান, বার্ষিক অর্থনৈতিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনা অনুশীলন সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সুশাসনের জন্য বিশেষ দরকারী। সাথে সাথে সংগঠনকে অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি ব্যবস্থাপকীয় পরিকল্পনার নির্দেশিকা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপকীয় নির্দেশিকা এবং একটি সম্পদ মানচিত্র গঠন করতে হবে। সংগঠনটিকে এসকল প্রয়োজনীয় নির্দেশকের উপর নির্ভর করতে হবে ।

৮. আরএমও-কে সংগঠনের আয়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একই সময়ে তা যেন সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি থেকে বিচ্যুৎ না করে।

৯. বিদ্যমান আরএমও নেতাদের নতুন নেতৃত্ব গঠনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যেন সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বায়িত্ব বন্টনের দ্বারা নেতৃত্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপ তৈরী হয়।

১০. আরএমও-গুলিকে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে একটি বার্ষিক নিরীক্ষণ এবং উপ-কমিটির মাধ্যমে একটি ত্রৈমাসিক আন্ত-নীরিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সভায় লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করতে হবে এবং সমস্যাগুলি সমাধানে কাজ করতে হবে।

১১. স্থানীয় সরকার কমিটি (এলজিসি[৪]) গঠনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন পূর্বক আইনসঙ্গতভাবে তা গঠন করতে হবে যেখানে সংশি ষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলার অন্যান্য সংশি ষ্ট সরকারী কর্মকর্তাগণও আরএমও নেতাদের সাথে সদস্য হবেন।

১২. আরএমও-কে নিয়মিতভাবে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সাথে সংযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় আরএমও-এর একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে হবে এবং তাকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা আরএমও-এর কর্মসূচী সম্পর্কে জানাতে হবে।

১৩. আরএমও-এর সাধারণ সদস্যদের মধ্যে এলজিসি এর উদ্দেশ্য ও কাজ সম্র্পকে স্বচছ ধারণা থাকতে হবে। এলজিসি এর মিটিং -এ গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণ সদস্যদের সাথে বিনিময় করা আরএমও নেতাদের দায়িত্ব।

১৪. আরএমও-কে স্কোর/রিপোর্ট কার্ড পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে এলজিসি-এর কার্যসম্পাদন পরিবীক্ষণে জড়িত হতে হবে।

১৫. সংকটের সময় আরএমও-দের তাৎক্ষণিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলজিসি-কে জানাতে হবে এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে তার সমাধান বের করতে হবে।

৪. মাচ্ আনুষ্ঠানিকভাবে আরএমও ও এফআরইউজি-গুলিকে এলজিসি (স্থানীয় সরকার কমিটি) গুলির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার এর সাথে সংযোগ সাধনের জন্য কাজ করছে। এর সদস্যদের মধ্যে একটি উপজেলার আরএমও ও এফআরইউজি-গুলির নেতাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের সংশি ষ্ট চেয়ারম্যানগণ এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশি ষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছে।

আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাচ্ হেডকোয়ার্টার
বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬
URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net